কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে

শিরকবিহীন ঈমানের মর্যাদা

মোহাম্মদ সিফাত হাসান

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে

শিরকবিহীন ঈমানের মর্যাদা

রচনায়ঃ

মোহাম্মদ সিফাত হাসান

কামিল (হাদীস), অধ্যয়নরত, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, গাবতলী, নরসিংদী; খতীব, নাসিরাবাদ বায়তুল আমান জামে মসজিদ, খিলগাঁও, ঢাকা।

প্রকাশনায়ঃ

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, নরসিংদী।

মোবা:০১৯২১-৫১৯১২২, ০১১৯১-২৭৫১২১

www.waytojannah.com

কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর আলোকে
শিরকবিহীন ঈমানের মর্যাদা

রচনায়:

মোহাম্মদ সিফাত হাসান

কামিল (হাদীস), অধ্যয়নরত, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, গাবতলী, নরসিংদী; খতীব, নাসিরাবাদ বায়তুল আমান জামে মসজিদ, খিলগাঁও, ঢাকা।

প্রকাশনায়:

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, নরসিংদী।

মোবা: ০১৯২১-৫১৯১২২, ০১১৯১-২৭৫১২১

গ্রন্থস্বত্ত্ব:

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ:

অক্টোবর ২০১৪ ঈং

মূল্য:

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স. ২/১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

www.waytojannah.com

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-

শিরক হচ্ছে তাওহীদের বিপরীত। তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদই হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। আর শিরক হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এ কথাটাই লেখক এই বইটিতে কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং শিরকবিহীন ঈমান ও আমল গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন। আশা করছি, এই বইটি পড়ে মানুষ অন্ততপক্ষে শিরক থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে। ইনশাআল্লাহ।

কাজী মোহাম্মদ ইবরাহীম
প্রধান মুহাদ্দিস
জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, নরসিংদী।
বাংলাদেশের বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া ব্যক্তিত্ব
ও
আলোচক, পিস টি.ভি.

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

www.waytojannah.com

ভূমিকা

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله مـن شرور انفسنا ومـن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادى له ـ واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اما بعد ـ

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যিনি আমাকে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে, যে জ্ঞান তিনি দান করেছেন, জীবনের প্রথম বইটি লেখার তৌফিক দিয়েছেন। "আলহামদুলিল্লাহ"

আমি শুকরিয়া আদায় করছি, আমার পিতা-মাতার, হায়াতে তাইয়্যেবাহ এবং উত্তম প্রতিদান কামনা করছি আল্লাহর নিকট, যারা আমাকে দীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য সার্বিকভাবে সহোযোগিতা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন।

আবারো শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহান রবের, যিনি আমাকে সম্পূর্ণ শিরকমুক্ত, সহীহ আকীদা-সম্পন্ন এবং তাওহীদবাদী একটি প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসায় লেখাপড়া করার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি আরো শুকরিয়া আদায় করছি, আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসেমিয়ার সম্মানিত উস্তাদবৃন্দের। বিশেষ করে যারা আমাকে এই পথে কাজ করার জন্য সবসময় উৎসাহিত করতেন, পরামর্শ দিতেন। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করেন। আমীন।

শুকরিয়া আদায় করছি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের, যাঁরা এই বইটি ছাপানোর জন্য বিভিন্নভাবে সহোযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। আমীন।

মুহাম্মদ সিফাত হাসান

www.waytojannah.com

কেন লেখলাম এই বইটি?

যখন দেখলাম, মানুষ অবাধে শিরকে লিপ্ত হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে সব জায়গায়। এই শিরককে কেন্দ্র করে এখন মানুষ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী আমল করার পাশাপাশি শিরক করছে। আরেক শ্রেণী শিরকটাকেই আমল হিসাবে করছে। আরেক শ্রেণী আমল নাই কিন্তু শিরক আছে। আবার আরেক শ্রেণী কী করছে? শিরককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থ, পরামর্শ, বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে, এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

ঠিক এ রকম একটা অবস্থায় চিন্তা করলাম যে, আমার সাধ্যের ভিতরে কিভাবে মানুষকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা যায়– এই চিন্তা করেই বইটি লিখলাম এবং বইটিতে এমনভাবে আল্লাহর রহমতের কথা তুলে ধরলাম যে, একজন মানুষ ঈমান আনার পরে যদি অন্তত শিরক থেকে দূরে থাকতে পারে, তাহলে সে তার নির্ধারিত পাপের পরিমাণ শাস্তি পাওয়ার পরে হলেও জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ তার শিরকবিহীন ঈমানের মর্যাদার কারণে।

আশা করছি ইনশাআল্লাহ, এ বইটি পড়ে মানুষ শিরক থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

এই কলামে সর্বশেষ যে কথাটা বলব, সেটা হলো, জীবনের প্রথম লেখা বই, ভুলত্রুটি থাকতে পারে। কারণ, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। যদি কোনো ভুলত্রুটি থেকে থাকে তাহলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সংশোধন করিয়ে দিবেন, উপকৃত হবো ইনশাআল্লাহ।

লেখক

www.waytojannah.com

শিরকবিহীন ঈমানের মর্যাদা

ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈমান। এটি ইসলামের প্রধান ও প্রথম স্তম্ভ। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে–

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা ৩. যাকাত দেয়া ৪. হজ পালন করা ৫. রমযানের সিয়াম পালন করা। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ১ম খন্ড: ৮ নং হাদীস)

একজন মানুষের আমল কবুল হওয়ার জন্য এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে ঈমান। এ জন্যই পবিত্র কোরআনের যত জায়গায় আমলের কথা এবং জান্নাতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার পূর্বেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন মনে করেন আপনি ১ লিখলেন, তারপর অনেকগুলো শূন্য দিলেন। আপনি ১ এর পরে যত শূন্য দিবেন ততই সংখ্যা বাড়তে থাকবে। কিন্তু অনেকগুলো শূন্যের প্রথমে যদি ১ বা কোনো সংখ্যাই না থাকে তাহলে কিন্তু এত শূন্যের কোনো দাম নেই। ঈমানের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। এজন্যই আল্লাহ আমলের পূর্বে এবং জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে ঈমানের কথা উল্লেখ করেছেন।

ঈমান পরিচিতি

ঈমান শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভাষ্য মতে সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(২) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ: " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাকুলকে, তাঁর

www.waytojannah.com

কিতাবসমূহকে, তাঁর সমস্ত পয়গাম্বরগণকে এবং পরকালকে সত্য বলে মনেপ্রাণে মেনে নিবে। আর প্রত্যেক ভালমন্দ সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারণ অর্থাৎ তাকদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মেনে নিবে।

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম খন্ড: ১ নং হাদীস)

ইমাম বুখারী বলেন:

وهو قول وفعل অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতি (ইয়াকিনসহ) এবং কর্মই ঈমান।

বি.দ্র. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানে যে ঈমানের কথা বলেছেন তা হতে হবে সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত তথা শিরকমুক্ত। যেমন সূরা আন'য়ামের ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٣) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

অর্থাৎ– যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম তথা (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, তারাই হচ্ছে (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তা লাভের বেশি অধিকারী। (মূলত) তারাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত। (৬ নং সূরা আনয়াম: ৮২)

এ পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এমন একটা সময় পাঠানো হয়েছে, যখন গোটা পৃথিবীটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই অন্ধকার থেকে গোটা জাতিকে বের করে তাওহীদ নামক আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য কোরআন সহকারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে পাঠানো হয়েছে।

যেমন সূরা ইবরাহীমের ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٤) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ –

অর্থাৎ (এ কোরআন) এমন এক গ্রন্থ, যা আমি তোমার উপর নাযিল করেছি যাতে করে তুমি এর দ্বারা মানুষকে (জাহেলিয়াতের) যাবতীয় অন্ধকার থেকে বের করে (তাওহীদ নামক) আলোর পথে নিয়ে আসতে পারো।

(১৪ নং সূরা ইবরাহীম ১)

এ আয়াতে জুলুমাত বলতে আল্লাহ শিরককে বুঝিয়েছেন, সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْآ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ {يَابُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ}

www.waytojannah.com

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলমের দ্বারা কলুষিত করেনি, তখন তা মুসলিমদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আছে যে নিজের উপর যুলম করেনি? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুলমের অর্থ হলো শিরক। তোমরা কি কুরআনে শুননি লুকমান তার ছেলেকে নসীহাত দেয়ার সময় কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করো না। কেননা, নিশ্চয় শিরক এক মহা যুলম। (বুখারী- তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৩য় খন্ড: ৩৪২৯ নং হাদীস)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই শিরক নামক অন্ধকার দূর করে তাওহীদ নামক আলো প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম সমাজ তা ধরে রাখতে পারল না। বর্তমানে শিরকের সয়লাব চলছে।

শিরক পরিচিতি

সহজ ভাষায় শিরক মানে হচ্ছে, আল্লাহর পাওনা আল্লাহকে না দিয়ে অন্য কাউকে (সৃষ্টিকে বা গায়রুল্লাকে) দেয়া।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর পাওনা মানে কী ? সহীহ বুখারীতে এসেছে- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেন–

(٦) «يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟»، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»

হে মুয়ায! তুমি কী জানো যে বান্দার নিকট আল্লাহর কী পাওনা রয়েছে? মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বান্দার নিকট আল্লাহর পাওনা হলো, বান্দা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো শরীক করবে না। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭৩৭৩ নং হাদীস)

এখন আবার প্রশ্ন হতে পারে যে, ইবাদত মানে কী? সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٧) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ـ

অর্থাৎ আমি মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (৫১ নং সূরা যারিয়াত ৫৬)

www.waytojannah.com

সূরা বাইয়্যেনার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৮) وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ـ

অর্থাৎ এদেরকে এ ছাড়া আর কিছুই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যই নিজেদের দীন ও ইবাদত নিবেদিত করে নিবে।

(৯৮ নং সূরা বাইয়্যেনাহ ৫)

সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৯) وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে তোমরা কিছুই শরীক করো না। (৪ নং সূরা নিসা ৩৬)।

ইবাদত মানে হচ্ছে-আল্লাহ আপনাকে যা কিছু করতে বলেছেন তা করবেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আর যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তার থেকে দূরে থাকবেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(১০) وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে যা কিছু করতে বলে তা তোমরা করো। আর যা কিছু করতে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।

(৫৯ নং সূরা হাশর ৭)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে–

(১১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছুর হুকুম করি তখন সেটা যথাসাধ্য পালন করো। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭২৮৮ নং হাদীস)

সুতরাং ইবাদত বলতে যা বুঝায় তা শুধুমাত্র আল্লাহর পাওনা। এটা অন্য কাউকে দেয়া যাবেনা। তাহলে সেটা শিরক হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, সকল ইবাদত আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলম। যুলম মানে হলো কোন জিনিস অপাত্রে স্থাপন করা। একের জিনিস অন্যকে দেয়া। অতএব শিরক নামক যুলমের মানে হলো, আল্লাহর জিনিস আল্লাহকে না দিয়ে অন্যকে দেয়া। শিরক এমন একটা যুলম বা অন্যায় যা আল্লাহর রহমতের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথচ আল্লাহ অত্যন্ত রহমশীল।

www.waytojannah.com

আল্লাহর রহম বা দয়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত রহমশীল, দয়াশীল এবং ক্ষমাশীল।

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(১২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ، كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي-

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে দিন মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুল পয়দা করেন, সেদিন তিনি আপন হাতে নিজের দায়িত্বে লিখলেন যে, আমার রহমত আমার গযবের উপর বিজয়ী। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭৪০৪ নং হাদীস)

এজন্যই একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবেন যে, পবিত্র কোরআনের যত জায়গায় গযব বা শাস্তির কথা, কঠোরতার কথা বলা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি জায়গায় রহমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া আল্লাহর যে নামগুলো রয়েছে তার মধ্যে বেশির ভাগ নামের দ্বারাই রহমতের কথা ফুটে উঠেছে।

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(১৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে যা হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জ্বিন, মানুষ, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন। এর দ্বারাই তারা একে অন্যকে মায়া করে। এর মাধ্যমেই একে অন্যকে দয়া করে এবং এর মাধ্যমেই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসে। বাকি নিরানব্বইটি রহমত কেয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন যা দ্বারা তিনি কেয়ামতের দিন আপন বান্দাদের প্রতি রহম করবেন।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৮ম খন্ড: ৬৭৭৭ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

www.waytojannah.com

(١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি মুমিন জানত আল্লাহর নিকট কী পরিমাণ শাস্তি রয়েছে, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করত না। আর যদি কাফের জানত আল্লাহর নিকট কী পরিমাণ দয়া রয়েছে, তবে কেউ তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৮ম খন্ড: ৬৭৮১ নং হাদীস)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে–

(١٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ» قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: «اَللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কতক যুদ্ধবন্দী আসল। দেখা গেল একটি স্ত্রী লোকের দুধ ঝরে পড়ছে। আর সে শিশু অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করালো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বললেন, তোমরা কী মনে করো যে, স্ত্রী লোকটি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সে যখন অন্যের সন্তানের প্রতি এত স্নেহ দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কখনো না, সে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এই স্ত্রী লোকের সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৫ম খন্ড: ৫৯৯৯ নং হাদীস)

এ হাদীস দ্বারা এবং উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা বুঝা গেল, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কত দয়াবান।

সূরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

(١٦) قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

www.waytojannah.com

Contents

অর্থাৎ– হে নবী ! আপনি তাদের বলেন, হে আমার (আল্লাহর) বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না। (৩৯ নং সূরা যুমার ৫৩)

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(১৭)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ ـ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এক ব্যক্তি কখনো কোনো ভাল কাজ করেনি। অন্য বর্ণনায় এসেছে–এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচার করল, বড় অপরাধ করল, কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো তখন সে তার সন্তানদের অসিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে, তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে কখনো দেননি। যখন সে মারা গেল তার নির্দেশ মত সন্তানরা কাজ করল, আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। এভাবে স্থলভাগকে নির্দেশ দিলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে বলল, হে প্রতিপালক, তোমার ভয়ে এরূপ করেছি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭৫০৬ নং হাদীস)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ কত ক্ষমাশীল, দয়াশীল। সুতরাং যে কোন বড় অপরাধীও ক্ষমা পেতে পারে– ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর রহমতের, ক্ষমার এবং দয়ার আরো কতিপয় দৃষ্টান্ত

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে, এসেছে–

(১৮) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ فِيهِ، فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ

Contents

لَهُ فَغَفَرَ لَهُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করছে এবং কাদা চাটছে। লোকটি ভাবল, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম তেমন এ কুকুরটি পিপাসার্ত। তাই সে পুনরায় কূপে নেমে তার মোজায় পানি ভরে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কূপ থেকে উঠে এল, তারপর কুকুরটিকে পানি পান করাল। এতে আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের উপকার করলেও আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বলেন, প্রতিটি প্রাণীর ব্যাপারেই সওয়াব আছে।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৫ম খন্ড: ৬০০৯ নং হাদীস)

(١٩)وفي رواية للبخاري : « فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ » وفي رواية لهما : « بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيل ، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ » ـ

বুখারীর অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে, আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন, তাকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে জান্নাতে স্থান দিলেন। আর বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে–একদা একটি কুকুর চারদিকে ঘুরছিল। কুকুরটি পিপাসায় মরে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের জনৈকা বেশ্যা নারী তাকে দেখতে পেয়ে নিজের মোজা খুলে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তাকে পান করান। আর এজন্য আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন।

(রিয়াদুস সলেহীন: বা.ই.সে. ১ম খন্ড: ১২৬ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি (স্বপ্নে বা মিরাজে গিয়ে) এক ব্যক্তিকে পথের উপর থেকে একটি গাছ কেটে ফেলার কারণে জান্নাতে চলাফেরা করতে দেখেছি। গাছটি (যাতায়াতের পথে) মানুষদেরকে কষ্ট দিত। (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৮ম খন্ড: ৬৪৮৩ নং হাদীস)

www.waytojannah.com

Contents

সহীহ বুখারী ও তিরমিযিতে এসেছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بن مالك بن سنان الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -ﷺ قَالَ « كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ ».

আবূ সাঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী কালে একজন লোক নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করার পর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধান করল। তাকে একজন সংসারত্যাগী খৃস্টান দরবেশের সন্ধান দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল যে, সে নিরানব্বইজন লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল, নেই। লোকটি দরবেশকে হত্যা করে একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। তারপর আবার সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধান করায় তাকে এক আলিমের সন্ধান দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল যে, সে একশত লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তওবার কোনো সুযোগ আছে কি? আলিম বললেন হ্যাঁ, তাওবার সুযোগ আছে আর তাওবার অন্তরায় কে হতে পারে? তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর ইবাদত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যেওনা। কারণ ওটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকলো। অর্ধেক পথ গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতারা বলেন, এ

www.waytojannah.com

লোকটি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফেরেশতারা বলেন, লোকটি কখনও কোনো ভাল কাজ করেনি। এমন সময় আরেক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের নিকট এলেন। তারা তাকেই এ বিষয়ে তাদের মধ্যে শালিস মেনে নিলেন। শালিস বলেন, তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটতর হবে সেটিরই সে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফেরেশতারা লোকটির প্রাণ নিলেন। (বাংলাদেশ ইসলামি সেন্টার: ৮ম খন্ড: ৬৮০৮ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٢٢) عَنْ اَبِيْ نَجِيْدٍ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخزاعى أَنَّ امْـرَأَةً مِـنْ جُهَيْنَـةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ « أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَـائْتِنِي بِهَـا ». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَـرَ بِهَـا فَرُجِمَـتْ ثُـمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَـدْ زَنَـتْ فَقَـالَ « لَقَـدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَـلْ وَجَـدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ تَعَالَى »

ففعل فامربها نبي الله ﷺ فشدت عليها ثيابها ثم امربهـا فرجمـت ثـم صلى عليها فقال له عمر تصلى عليها يا رسول الله وقد زنـت ؟ قـال لقـد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسـعتهم وهـل وجـدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل–

ইমরান ইবনে হুসাইন আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা যিনার ফলে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অভিভাবককে ডেকে বলেন, এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। এ লোকটি তাই করল। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হল এবং হুকুম অনুযায়ী

www.waytojannah.com

তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জানাযার সালাত পড়লেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো যিনা করেছে, তবুও আপনি তার জানাযার সালাত পড়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সে এমন তওবা করেছে যা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তাওবার চেয়ে ভালো কোনো কাজ তোমার কাছে আছে কি?

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৬ষ্ঠ খন্ড: ২৫৩২ নং হাদীস)

তিরমিযিতে এসেছে–

(٢٣) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " يَقُولُ اللهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ–

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ বলবেন, যারা আমাকে একদিনও স্মরণ করেছে অথবা কোনো স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো।

(হাদীসটি হাসান) (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৪র্থ খন্ড: ২৫৩২ নং হাদীস)

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٢٤) عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنْ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمْ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمْ الْجَهَنَّمِيُّونَ۔

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কতগুলো সম্প্রদায় তাদের গুনাহর কারণে শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছবে। অতঃপর আল্লাহ নিজ রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলা হবে। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭৪৫০ নং হাদীস)

তিরমিযিতে এসেছে–

(٢٥) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার প্রতিপালক আমার সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাযার লোককে বিনা

হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোনো আযাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাযারের সাথে সত্তর হাযার এবং আমার প্রতিপালকের আরো তিন অঞ্জলি ভর্তি লোক জান্নাতে দিবেন। (হাদীসটি সহীহ) (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৪র্থ খন্ড: ২৩৭৯ নং হাদীস)

ঈমানের মর্যাদা

ঈমান অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটা বিষয়। আর এর মর্যাদাও আল্লাহর নিকট অনেক। যেমন–

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٢٦) عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই এ কথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো সে জান্নাতে যাবে। (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ১ম খন্ড: ৪৪ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٢٧) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ–

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নাই। আর আমি [মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] আল্লাহর রাসূল এবং এ দুটি বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা নেই, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ১ম খন্ড: ৪৬ নং হাদীস)

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٢٨) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিই সত্যনিষ্ঠ অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ১ম খন্ড: ১২৮ নং হাদীস)

www.waytojannah.com

মুসনাদে আহমদে এসেছে–

(٢٩) قال رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ فِي الْجَنَّةِ-

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নাই এবং আমি [মুহাম্মদ (ﷺ)] আল্লাহর রাসূল অতঃপর তার উপর অটল থাকবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (হাদীসটি সহীহ) (মূল কিতাবঃ ১৬২১৫ নং হাদীস)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে–

(٣٠) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ-

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করেছে। (তাওহীদ পাবলিকেশন্সঃ ৬ষ্ঠ খন্ডঃ ৬৪২৩ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٣١) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا - وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ لَايُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا -

আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে কোনো বান্দা যদি বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। অতঃপর সে এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। বর্ণনাকারী আবূ যর বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যদি চুরি করে, যেনা করে? তিনি বললেন, সে যদি চুরিও করে, যেনাও করে। আমি আবার বললাম, সে যদি চুরি করে, যেনা করে? তিনি বললেন, সে যদি চুরিও করে, যেনাও করে তাহলেও সে জান্নাতে যাবে। এ কথাটা তিনি তিন বার বলেছেন। বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে যদি শিরক না করে।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারঃ ১ম খন্ডঃ ১৮১ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٣٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ-

উবাদা ইবনে সামেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনো সত্য মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ১ম খন্ড: ৫০ নং হাদীস)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ

একজন মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর যদি সে পাপকাজ করে ফেলে তাহলে পরকালে তাকে তার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যেহেতু সে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এই সুবাদে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেওয়ার পর জান্নাত দিবেন। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামটা তার জন্য হারাম। আর এটা হবে ঈমানের মর্যাদার কারণে।

সহীহ বুখারীতে এসেছে—

(৩৩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম হতে উদ্ধার করে আনা হবে, যে বলেছে আল্লাহ ব্যতিত কোনো উপাস্য নাই এবং তার অন্তরে একটি যবের পরিমাণ ঈমান রয়েছে। অতঃপর তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে, যে বলেছে আল্লাহ ব্যতিত কোনো উপাস্য নাই এবং তার অন্তরে ক্ষুদ্র একটি গমের দানা পরিমাণ ঈমানও আছে। অতঃপর তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে, যে বলেছে আল্লাহ ব্যতিত কোনো উপাস্য নাই এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ১ম খন্ড: ৪৪ নং হাদীস)

হাদীসে কুদসীতে এসেছে—

(٣٤) عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ فقال تعالى ياموسى لو ان السموات وساكنيها والارضين وساكنيها والبحار وما فيها وضعوا فى كفة ووضعت لا اله الا الله فى كفة لوزنت لا اله الا الله ـ

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ বললেন, হে মুসা, যদি সমুদয় আকাশ ও তার অধীবাসীগণ, সমুদয় পৃথিবী ও তার অধীবাসীগণ এবং সমস্ত সাগর ও তাতে যা কিছু আছে সব দাঁড়ির এক পাল্লায় রাখা হয়, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তা হলে নিশ্চয়ই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ওজন বেশি হবে। (হাদীসটি সহীহ)

(আল্লামা মোহাম্মদ মাদানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৭ নং হাদীস)

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেই হচ্ছে কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৬৫৭০ নং হাদীস)

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٣٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ-

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একদল মানুষকে আমার শাফায়াতে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের নাম রাখা হবে জাহান্নামী। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৬৫৬৬ নং হাদীস)

ঈমানের আরেকটা মর্যাদা হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শাফায়াত পাওয়া:

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٣٧) عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رَوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فيلهمني

www.waytojannah.com

محامدا أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطِهِ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ شَعِيرَةٌ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطِهِ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ أَوْ قَالَ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثمَّ أرجع فأحمده بتلم الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجهُ مِنَ النَّارِ

قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ إذن مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنَسٌ فَأَتَيْنَاهُ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيهْ فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ حَتَّى بَلَغْنَا هَذَا الْمَوْضِعَ قَالَ هِيهْ قُلْنَا لَمْ يَزِدْنَا عَلَى ذَا قَالَ لَقَدْ حَدَّثْنُهُ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ جَمِيعٌ فَلا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تتكلموا قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ حَدِّثْنَا قَالَ فَضَحِكَ وَقَالَ (وَخُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولا) إِنِّي لَمْ أُخْبِرْكُمْ إلا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثِي كَمَا حَدَّثَكُمْ قَالَ (ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ-

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ পরস্পর সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত

www.waytojannah.com

ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সকলেই আদম (আলাইহিস সালাম) এর কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট শাফায়াত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর খলিল, তারা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই, বরং তোমরা মুসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাও, কারণ তিনি কালিমুল্লাহ। এইবার তারা মুসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই, বরং তোমরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাও, তখন তারা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই, বরং তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যাও তখন তারা সকলে আমার নিকট আসবে। তখন আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। এবার আমি আমার রবের কাছে অনুমতির প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে।

এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমন সব বাণী ইলহাম করা হবে যা এখন আমার জানা নাই। আমি ঐ সমস্ত প্রশংসা দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও, বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে দেয়া হবে। আর শাফায়াত করো, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত। বলা হবে যাও, যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। তখন আমি গিয়ে তাই করব। অতঃপর ফিরে আসব এবং ঐ প্রশংসাবাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব। তারপর সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ মাথা উঠাও বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে, চাও যা চাইবে তাই দেওয়া হবে। আর শাফায়াত কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রভু, আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, যাও যাদের অন্তরে এক অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো।

সুতরাং আমি গিয়ে তাই করব। তারপর আবার ফিরে আসব এবং উক্ত প্রশংসাবাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও বল, তোমার কথা শুনা হবে। প্রার্থনা করো যা চাইবে তাই দেয়া হবে এবং সুপারিশ করো, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে যাও, যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। তখন আমি তাই করব

www.waytojannah.com

এবং ঐ প্রশংসাবাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। চাও, যা চাইবে তাই দেয়া হবে। সুপারিশ করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। আমি বলব, হে আমার রব, যারা শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে আমাকে তাদের জন্য শাফায়াত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ বলবেন, তা আমার জন্য, তোমার জন্য নয়। আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে আমি নিজেই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব।

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১ম খন্ড: ৩৭৫ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٣٨) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ» ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ========؟؟؟

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জান্নাতের অধিবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামের অধিবাসীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে বের করে আনো (জাহান্নাম হতে)। অতঃপর তাদের তা হতে বের করে আনা হবে। তারা তখন কৃষ্ণকায় হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে আবেহায়াতে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা এভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে যেভাবে জলার ধারে বীজ গজিয়ে উঠে, তুমি কি দেখনি যে, তা কেমন হলুদবর্ণ হয়ে গজিয়ে উঠে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১ম খন্ড: ৩৫৩ নং হাদীস)

সূরা নিসার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٣٩) إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থাৎ– নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(৪ নং সূরা নিসা ১০৬)

যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে–

(٤٠) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: "يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ

www.waytojannah.com

ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তিকে তার রবের কাছে নিয়ে আসা হবে। এমন কি তিনি তাকে তার রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখবেন। অতঃপর তিনি তাকে তার সমস্ত গুনাহর কথা স্বীকার করাবেন। এবং বলবেন তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো? সে বলবে, হে আমার রব, আমি চিনতে পারছি। তিনি বলবেন দুনিয়ায় আমি এটা তোমার পক্ষ থেকে ঢেকে রেখেছিলাম। আর আজ এটা তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি। অতঃপর তাকে সৎকাজসমূহের একটি আমলনামা দান করা হবে। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ২য় খন্ড: ২৪৪১ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٤١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا، فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, চার ব্যক্তিকে (বিচারের জন্য) জাহান্নাম হতে বের করে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। তাদের মধ্যে একজন বার বার পিছনের দিকে ফিরে তাকাবে, আর বলবে, হে আমার প্রতিপালক, যখন আমাকে জাহান্নাম হতে বের করলেন, তখন আর আমাকে সেখানে ফিরিয়ে দিবেন না। আল্লাহ এই লোকটিকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দিবেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১ম খন্ড: ৩৭০ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٤٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلَأى، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ "، قَالَ: " فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلَأى، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا - "، قَالَ: " فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي - أَوْ أَتَضْحَكُ بِي - وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ "، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: " فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জাহান্নাম হতে সর্বশেষ নাজাতপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। সে নিতম্ব হেঁচড়াইয়া বহু কষ্ট করে জাহান্নাম হতে বের হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। সে সেখানে পৌঁছবে, তবে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ। তাই ফিরে গিয়ে সে আল্লাহকে বলবে, হে প্রতিপালক, জান্নাতকে তো আমি ভর্তি দেখলাম। আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। সে আবার এসে দেখবে তা পরিপূর্ণ। সুতরাং সে আবার ফিরে গিয়ে বলবে, হে প্রতিপালক, জান্নাত সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। আল্লাহ বলবেন, তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার দশগুণ অথবা দুনিয়ার দশগুণ পরিমাণ প্রদান করা হল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন লোকটি বলবে, হে মাবুদ! আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন। অথচ আপনিতো মহান রাজাধিরাজ। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সময় এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির প্রান্ত ভাগের দন্তরাজিও প্রকাশ পেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এরপর ঘোষণা করা হবে যে, এ লোকটিই সর্বনিম্ন জান্নাতের অধিবাসী।

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১ম খন্ড: ৩৫৭ নং হাদীস)

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা

এতক্ষণ আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দার প্রতি কতটুকু উদার, দয়াশীল, ক্ষমাশীল এবং রহমশীল এটা জানলাম। এ থেকে বুঝা যায় যে, কোনো বান্দা যদি ঈমান আনার পরেও পাপকাজে লিপ্ত হয় এবং সে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে তাহলে সে তার পাপের পরিমাণ শাস্তি পাওয়ার পর জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ ঈমানের কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দিবেন।

ভাববার বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দার প্রতি এত রহমশীল হওয়ার পরেও একটি ব্যাপারে তিনি তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত কঠিন। আর সেটাই হচ্ছে শিরক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন–

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٤٣) حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْأً

অর্থাৎ– আল্লাহর প্রতি বান্দার হক হচ্ছে– যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো শিরক করবে না আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭৩৭৩ নং হাদীস)

www.waytojannah.com

একজন শিরককারী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

প্রথমতঃ তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে-

সূরা যুমারের ৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

(٤٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

অর্থাৎ- হে নবী! তোমার কাছে এবং সে সব নবীদের কাছেও যারা আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করো তাহলে অবশ্যই তোমার (সব) আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। (৩৯ নং সূরা যুমার: ৬৫)

সূরা আনয়ামের ৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

(٤٥) وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ- তারা যদি শিরক করত, তাহলে তাদের সব আমল নিষ্ফল হয়ে যেতো। (৬ নং সূরা আনয়াম ৮৮)

সূরা ফোরকানের ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

(٤٦) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا -

অর্থাৎ- আমি তাদের সেসব আমলের দিকে মনোনিবেশ করবো যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে, তখন আমি তা উড়ন্ত ধূলিকণার মতোই (নিষ্ফল) করে দিব। (২৫ নং সূরা ফোরকান ২৩)

সহীহ মুসলিমে এসেছে-

(٤٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যাদেরকে আমার শরীক স্থির করা হয় তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। যে ব্যক্তি কোনো আমল এবং তাতে আমার সাথে (কাউকে) শরীক করে, আমি তাকে পরিত্যাগ করি এবং সে যা আমার সাথে শরীক করে তাকেও আমি অগ্রাহ্য করি। (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৮ম খন্ড: ৭২৫৮ নং হাদীস)

www.waytojannah.com

বায়হাকীতে এসেছে-

(٤٨) قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنَا خَيْرُ شَرِيْكٍ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيْكًا فَهُوَ لِشَرِيْكِيْ ، يَا أَيُهَا النَّاسُ ، أَخْلِصُوْا أَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا خُلِّصَ لَهُ -

অর্থাৎ- আল্লাহ বলেন, আমি বড় উত্তম শরীক, যে ব্যক্তি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে তার আমল পুরোটাই আমার শরীকের। হে মানবসমাজ, তোমাদের আমলগুলো মহান আল্লাহর জন্য খালেস করো। কেননা আল্লাহ নির্ভেজাল শির্কমুক্ত আমল ছাড়া কোনো আমলই গ্রহণ করেন না। (মূল কিতাব: ৬৮৩৬ নং হাদীস)

দ্বিতীয়তঃ শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ-

হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

(٤٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى مَنْ عَلِمَ اِنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَابَالِيْ مَالَهُ يُشْرِكُ بِيْ شَيْأً -

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞাত হয়েছে যে, আমি (আল্লাহ) যাবতীয় পাপ ক্ষমা করার অধিকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। আর আমি কোন দোষ ধরি না, যে পর্যন্ত না সে আমার সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করে। (হাদীসটি হাসান)

(আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১৪ নং হাদীস)

হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

(٥٠) عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَإِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّموَاتِ خَطَايَا وَذُنُوباً اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَأَغْفِرُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي -

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান, যে পর্যন্ত তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমার কাছে আশা পোষণ করো, আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করো, সে পর্যন্ত তোমার সকল গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিই। আর তুমি যদি সমুদয় আকাশভরা অপরাধ ও গুনাহ নিয়ে আমার দিকে অগ্রসর হও, আমি তদ্রূপ ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে অগ্রসর হই এবং তোমাকে মার্জনা করি। (হাদীসটি সহীহ) (আল্লামা মোহাম্মদ মাদানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১৫ নং হাদীস)

www.waytojannah.com

Contents

তিরমিযিতে এসেছে–

(৫১) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي , يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً "–

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যে পর্যন্ত আমাকে ডাকতে থাক এবং আমার নিকট আশা পোষণ করতে থাক, সে পর্যন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকি। তোমার গুনাহ যে পরিমাণই হোক না কেন। আর আমি কোনো পরোয়া করি না। হে বনী আদম, যদি তোমার গুনাহসমূহ আকাশ পর্যন্ত পৌছে, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিই এবং আমি সকল পরিণামের উর্ধ্বে। হে বনী আদম, যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার নিকট আস, আর আমার সাথে কোনো শরীক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, নিশ্চয়ই আমি তার সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট আসবো। (হাদীসটি সহীহ)

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৩৪৭০ নং হাদীস)

মুসতাদরেক হাকেমে এসেছে–

(৫২) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ اللهُ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاءٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرْ، وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الاَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً، وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করে তার জন্য তার দশগুণ ও ততোধিক পুরস্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে তার প্রতিদান তার সমতুল্য অথবা আমি তা ক্ষমা করে দিই। আর যে ব্যক্তি আমার কোনো কিছু শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, আমি তাকে উহার সমপরিমাণ ক্ষমা করে দিই। আর যে ব্যক্তি

www.waytojannah.com

Contents

আমার দিকে এক বিঘত আসে, আমি তার দিকে এক হাত যাই। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু হাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (হাদীসটি সহীহ) (মূল কিতাব: ১১৩৩ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٥٣)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يوم القيامة لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ بِي».

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, আদমের ঔরসে থাকা কালে এর চেয়েও সহজতর বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৮ম খন্ড: ৬৮৮০ নং হাদীস)

সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٥٤) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ-

অর্থাৎ– নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। এ ছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে, তা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন। (৪ নং সূরা নিসা: ৪৮)

বি.দ্র. আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এত রহমশীল হওয়ার পরেও শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না কেন?

একটু খেয়াল করুন–

এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল যে ভাই, সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না কেন?

আমি তাকে বললাম ভাই, মনে করেন আপনার স্ত্রী খাবার পাকাতে গিয়ে *তরকারীতে একটু লবণ কিংবা হলুদ কিংবা মরিচ বেশি দিয়ে ফেলল বা* তরকারীটা ভালো হয়নি। এখন এই কারণে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে

www.waytojannah.com

তালাক দিয়ে দিবেন? সে বলল না। আমি বললাম, তাহলে মনে করেন যে, আপনার স্ত্রী কাপড় আয়রন করতে গিয়ে আপনার পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একটা জামা পুড়ে ফেলল অথবা টেলিভিশন ভেঙ্গে ফেলল অথবা মোবাইল ভেঙ্গে ফেলল। আপনি কি এই কারণে আপনার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবেন? সে বলল, না। আমি বললাম, কেন? সে বলল, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। তাছাড়া এটা এমন কোনো অপরাধ করেনি। আমি বললাম, তাহলে আপনি কি করবেন? সে বলল, হয়তো বা একটু রাগ দেখাতে পারি বা একটু মৃদু আঘাত করতে পারি, কিন্তু এটা আমি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখব।

এখন আমি বললাম যে, মনে করেন আপনার এই প্রাণপ্রিয় স্ত্রী অন্য আরেকজন পুরুষের সাথে পার্কে ঘুরতে যায়, মোবাইলে কথা বলে অথবা আপনার স্ত্রীর বিছানায় দুজনকে এক সাথে দেখলেন আপনার নিজ চোখ দিয়ে। এই কারণে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবেন? সে বলল, অবশ্যই তালাক দিব। আমি বললাম, কেন? সে বলল যে, আমার স্ত্রী আমার জন্য হালাল, আমি তার জন্য হালাল। সে আমার পাওনাকে অন্য আরেকজনকে দিয়েছে। এজন্য আমি তাকে রাখবো না।

আমি বললাম, শিরকের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। আপনি ছোটখাটো অন্যায় যাই করেন না কেন, তা হয়তোবা আল্লাহ আপনাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। কিন্তু ইবাদত এটা শুধু আল্লাহর জন্য হালাল। এটা আল্লাহর পাওনা। এটা যদি আপনি অন্য কাউকে বা (সৃষ্টিকে বা গায়রুল্লাহকে) দেন তাহলে আপনি যেমনিভাবে আপনার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবেন, আল্লাহও তদ্রূপ মুসলিমের খাতা থেকে আপনার নামটা কেটে দিবেন। আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবেন।

অতঃপর সে বলল, ভাই, শিরক কী জিনিস এবং তা কত মারাত্মক অপরাধ আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি অন্ততপক্ষে শিরক থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব– ইনশাআল্লাহ।

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(৩৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا-

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং এমন

www.waytojannah.com

প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করেনি। (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৮ম খন্ড: ৬৩৬১ নং হাদীস)

তৃতীয়ত, শিরককারী রাসূলের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে-

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٥٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعً-

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে বেহেশতের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করব। নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হবে সর্বাধিক।

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১ম খন্ড: ৩৭৯ নং হাদীস)

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٥٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ প্রার্থনা আছে। আমার বিশেষ প্রার্থনাটি রোজ কেয়ামতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিব বলে ইচ্ছা করেছি। আল্লাহর মর্জি। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭৪৭৪ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর নিকট তার উম্মতের ব্যাপারে একটি মকবুল দোয়ার (কবুল দোয়ার) অনুমতি দান করা হয়েছে। তারা সকলেই তাদের দোয়া করে ফেলেছে। কিন্তু আমি আমার দোয়াটা রোজ কেয়ামতে আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য রেখে দিয়েছি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১ম খন্ড: ৩৮৭ নং হাদীস)

www.waytojannah.com

তিরমিযি এবং ইবনে মাজাতে এসেছে–

(৫৯) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

আওফ ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার রবের নিকট হতে একজন আগমনকারী আসলেন এবং তিনি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আমাকে এই দুইয়ের মধ্যে একটির ইখতিয়ার প্রদান করলেন। হয়ত আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যা জান্নাতে প্রবেশ করুক অথবা আমি উম্মতের জন্য শাফায়াতের সুযোগ গ্রহণ করে নেই। অতঃপর আমি শাফায়াত গ্রহণ করলাম। আর এটা ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করে। এমন লোকের জন্য আমার শাফায়াত কার্যকর হবে। (হাদীসটি সহীহ) (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৪র্থ খন্ড: ২৩৮৩ নং হাদীস)

শিরক অত্যন্ত ভয়ংকর একটা বিষয় আর শিরককারী নিজেও ভয়ংকর। যেমন সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(৬০) عن ابن عباس قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رواه مسلم

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কোনো মুসলিমের ইন্তিকাল হবে এবং তার জানাযার সালাত এমন চল্লিশ জন লোক পড়বে, যাদের জীবন শিরক হতে মুক্ত (তারা সালাতে এই মৃতের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করবে) তাহলে আল্লাহ তায়ালা এই মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল করবেন।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৩য় খন্ড: ২০৭২ নং হাদীস)

শিরককারী এমনই নিকৃষ্ট যে, সে রাসূলের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অধিকাংশ উম্মতকে শাফায়াতের মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আর তার (শিরককারীর) সুপারিশও মৃতব্যক্তির জন্য কবুল করা হবে না।

চতুর্থ শিরককারীর ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম-

www.waytojannah.com

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে–

(٦١) عَنْ عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ (صَحِيح مُسلم)

উবাদা ইবনে সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নাই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁরই একটি বাক্য (হুকুম) যা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রদান করেন এবং তাঁরই পক্ষ থেকে দেয়া একটি আত্মা, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তাহলে তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– সে যে কোনো আমলই করুক না কেন।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৩য় খন্ড: ৩৪৩৫ নং হাদীস)

কিন্তু কেউ যদি শিরক করে?

সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন–

(٦٢) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ" رواه البخاري.

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, তাহলে তার ঠিকানা হল জাহান্নাম।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৪র্থ খন্ড: ৪৪৯৭ নং হাদীস)

সূরা মায়েদার ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٦٣) إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ-

নিশ্চয়ই যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই জালেমদের জন্য (সেদিন) কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (৫ নং সূরা মায়েদা ৭২)

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(٦٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: "مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ النَّارَ" وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ-

www.waytojannah.com

মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে তাহলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহর সাথে শরীক করেনি, তাহলে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ২য় খন্ড: ১২৩৮ নং হাদীস)

এজন্যই আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতে বলেছেন–

(٦٥) فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

অর্থাৎ– তোমাদের মাঝে কেউ যদি তার মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেক আমল করে আর সে যেন কখনো তার মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। (১৮ নং সূরা কাহাফ: ১১০)

আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, শিরক এমন একটা পাপ, যার কারণে মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়। আর এই গোমরাহিই তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

যেমন সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٦٦) وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো সে (মূলত) চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেল। (৪ নং সূরা নিসা: ১১৬)

আর গোমরাহির ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

(٦٧) وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ-

অর্থাৎ– প্রত্যেকটা গোমরাহির ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। (নাসাঈ, হাদীসটি সহীহ) (মূল কিতাব: ১৫৭৮ নং হাদীস)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা

আমি এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে শিরকবিহীন ঈমানের মর্যাদার কথা আলোচনা করলাম।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার ব্যাপারে অত্যন্ত রহমশীল। কিন্তু শিরকের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন।

সুতরাং আমরা যদি পাহাড় পরিমাণ আমল করি আর তাতে যদি শিরক থাকে তাহলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং শিরক করার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে।

আর যদি পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আল্লাহর কাছে যাই কিন্তু তাতে শিরকের গুনাহ না থাকে, তাহলে পাহাড় পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আল্লাহ আসবেন।

www.waytojannah.com

Contents

অর্থাৎ– ঈমান আনার পর বান্দার আমল যদি কমও থাকে আর সে যদি শিরক থেকে দূরে থাকতে পারে, তাহলে সে একদিন না একদিন জান্নাতে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আর যদি ঈমান আনার পরে ঈমান ও আমলের সাথে শিরক থাকে তাহলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

(٦٨) لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَإِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ ـ

যদি তোমাদেরকে কেটে ফেলা হয় এবং আগুনে পুড়ে ফেলা হয়, তার পরেও তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (মুসনাদে আহমদ, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য) (মূল কিতাব: ২২৪২৫ নং হাদীস)

সুতরাং আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে শিরকবিহীন ঈমান ও আমল গঠন করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে শিরকবিহীন ঈমান ও আমল গঠন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

এখন হয়তবা অনেকে আবার চিন্তা করতে পারে যে, তাহলে শিরকটা কিভাবে হয়?

সে জন্য নিম্নে কতিপয় প্রচলিত শিরকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

১. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জেনে শুনে এটা বিশ্বাস করা এবং সমর্থন করা সম্পূর্ণভাবে শিরক।

কেননা সূরা আল-ইমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(٦٩) إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ـ

নিঃসন্দেহে (মানুষের) জীবনবিধান হিসাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। (৩ নং সূরা আল ইমরান: ১৯)

আর ধর্মনিরপেক্ষ মানেই হচ্ছে আপনি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(٧٠) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

www.waytojannah.com

Contents

অর্থাৎ– সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ১ম খন্ড: ৭৯ নং হাদীস)

তিরমিযিতে এসেছে–

(৭১) عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ -

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে সকল মুসলিম বান্দাহ সকাল সন্ধ্যায় তিন বার বলবে –আমি সন্তুষ্ট (খুশি) আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে। ইসলামকে ধর্ম হিসাবে তথা জীবনবিধান হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবী হিসাবে (আদর্শ হিসেবে) পেয়ে, তার জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো এই যে, তিনি কেয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট ও খুশি করে দিবেন। (হাদীসটি সহীহ)

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৩৩২৫ নং হাদীস)

সুতরাং আপনি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারেন না। যদি ধর্মনিরপেক্ষতা আপনি মেনে নেন এবং প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে আপনার অবস্থা সম্পর্কে সূরা আল ইমরানের ৮৫ নং আয়াত বলা হয়েছে–

(৭২) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

অর্থাৎ– যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্য) অন্য কোন জীবন বিধান অনুসন্ধান করে, তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে। (৩ নং সূরা আল ইমরান ৮৫)

২. মানব রচিত আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ত্যাগ করে অন্য কোনো ব্যক্তির আদর্শ অনুসরণ করা এবং সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা, এটা শিরক। যেমন কোন পীর, বুজুর্গ, নেতা নেত্রী ইত্যাদির আদর্শ।

কেননা আল্লাহ সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলেছেন–

(৭৩) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ– (হে মুসলিমরা) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। রাসূলের জীবনের মাঝেই তোমাদের জন্য মহোত্তম আদর্শ রয়েছে।

(৩৩ নং সূরা আহযাব ২১)

www.waytojannah.com

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

(৭৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى-

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে, সে ব্যতীত যে (জান্নাতে যেতে) অসম্মত। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অসম্মত? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো (মানে আমার আনুগত্য করলনা) সে জান্নাতে যেতে অসম্মত। (মানে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।) (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৭২৮০ নং হাদীস)

৩. সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ জেনে বুঝে এটা বিশ্বাস করা এবং মুখে বলা শিরক। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে বলেন–

(৭৫) أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

অর্থাৎ– নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতা আল্লাহরই জন্যে। (২ নং সূরা বাকারা ১৬৫)

সূরা মুলকের ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৭৬) تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

অর্থাৎ– (কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব। এ সৃষ্টি জগতের সবকিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান। (৬৭ নং সূরা মুলক১)

৪. কবরকে মসজিদ বানানোঃ কবরকে মসজিদ অর্থাৎ সেজদার জায়গায় পরিণত করা।

কোনো নবী বা নেক লোকের সম্মানে তাদের কবরে সেজদা করা অথবা তাদের ছবি বা মূর্তি বানিয়ে তাকে সেজদা করা।

মুয়াত্তা মালেকে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

(৭৭) اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ-

অর্থাৎ– আল্লাহর প্রচণ্ড গজব ঐ সম্প্রদায়ের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ (সেজদার জায়গা) বানিয়েছে। (হাদীসটি হাসান)
(সালাত অধ্যায়: ২৬১ নং হাদীস)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

(৭৮) لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

আল্লাহর লানত ঐ জাতির উপর যারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ অর্থাৎ সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ২য় খন্ড: ১৩৩০ নং হাদীস)

৫. কবরকে সামনে রেখে ইবাদত করা অর্থাৎ কবরকে সামনে রেখে কবরের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। কবরের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা মূর্তি পূজারই নামান্তর। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন–

(৭৯) اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ ـ

হে আল্লাহ, আমার কবরকে মূর্তি বানাবেন না যার ইবাদত করা হবে। (মুয়াত্তা মালেক, হাদীসটি সহীহ) (সালাত অধ্যায়: ২৬১ নং হাদীস)

৬. কবরে আলো জ্বালানো, কবরে বাতি জ্বালানো বা আলো জালানো গুনাহর কাজ। তবে এ কাজ অতিরঞ্জনের কারণে শিরক পর্যন্ত গড়াতে পারে। সেজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন।

তিরমিযিতে এসেছে–

(৮০) لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন, কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদের উপর এবং ঐ সমস্ত লোকদের উপর যারা কবরের উপর মসজিদ বানায় এবং আলো জ্বালায়। (হাদীসটি হাসান) (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ২য় খন্ড: ৯৯৩ নং হাদীস)

হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাতে কোনো আপত্তি নেই।

৭. কবরকে উঁচু করাঃ কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ বানানো, কবরের উপর চাদর জড়ানো এবং কবরকে কেন্দ্র করে লোক জমানো।

এ কাজগুলো শিরক না হলেও অনেক সময় তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সমস্ত কার্যকলাপ করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন–

(৮১) أَنْ لَا تَدَعَ صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

www.waytojannah.com

Contents

অর্থাৎ– কোনো প্রতিকৃতিকে নিশ্চিহ্ন না করে এবং উঁচু কবরকে সমান না করে ছাড়বে না। (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৩য় খন্ড: ২১১৫ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

(৮২) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى اَنْ يُّجَصَّصَ الْقُبُوْرَ وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهَا، وَاَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْهَا ـ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৩য় খন্ড: ২১১৭ নং হাদীস)

৮. আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে যে কোনো জন্তু যবেহ করা

যে কোনো হালাল জন্তু আল্লাহর নামে জবাই করতে হয় না হলে তা হালাল হবে না।

সূরা আনয়ামের ১২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৮৩) وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ– যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা তোমরা খাবে না। (৬ নং সূরা আনয়াম ১২১)

সূরা আনয়ামের ১১৮ নং বলা হয়েছে–

(৮٤) فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

অতএব তোমরা খাও ঐ জন্তুর গোশত যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে (যবেহ করার সময়) যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

(৬ নং সূরা আনয়াম: ১১৮)

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

(৮০) لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ـ

আল্লাহ লা'নত করুন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে।

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৭ম খন্ড: ৪৯৬৮ নং হাদীস)

৯. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা, মূর্তি, মাজার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মূর্তি, দেবতা, মাজারের উদ্দেশ্যে গরু, শিরনী ইত্যাদি পেশ করা।

www.waytojannah.com

মুসান্নাফে আবি ইবনে শায়বাতে এসেছে–

তারিক ইবনে শিহাব হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, দু'জন লোক একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল যাদের একটি মূর্তি ছিল। সে মূর্তির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ না করা ব্যতিত কেউ তা অতিক্রম করতে পারত না। তারা দু'জনের একজন বলল, কিছু পেশ করো। সে বলল, আমার নিকট পেশ করার মতো কিছু নেই। তারা বলল, একটি মাছি হলেও পেশ করো। সে মূর্তির উদ্দেশ্যে একটি মাছি পেশ করল। তারা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করল। তারা অপরজনকে বলল, মূর্তির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ করো। সে বলল, আমি আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে কিছু পেশ করব না। তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল। আর এ লোকটি জান্নাতে চলে গেল। (হাদীসটি সহীহ)

(মূল কিতাব: ৩৩৭০৯ নং হাদীস)

১০. গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা মান্নত করা একটি ইবাদত। যখন মান্নত করবে তা পূরণ করতে হবে। কিন্তু গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা শিরক।

যেমন কোনো ওলীর মাজারে এভাবে মান্নত করা যে, অমুক কার্যটি হাসিল হলে বা রোগমুক্ত হলে মাজারে একটি গরু দেব, এগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

(٨٦) مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِه۔

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করবে, সে তা পূরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজের মান্নত করবে সে তা পূরণ করবে না। (তাওহীদ পাবলিকেশন্স: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৬৬৯৬ নং হাদীস)

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন–

(٨٧) نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّذْرِ قَالَ اِنَّهُ لَا يُرَدُّ شَيْأً اِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ۔

অর্থাৎ– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মান্নত কিছুই ফেরাতে পারে না বরং মান্নত দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়। (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: ৬ষ্ঠ খন্ড: ৪০৯০ নং হাদীস)

www.waytojannah.com

১১. বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াঃ

বিপদ আপদ থেকে বাঁচার জন্য গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া মারাত্মক পর্যায়ের শিরক।

সূরা ইউসুফের ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৮৮) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ– আর ডাকবে না এমন কাউকে আল্লাহ কে বাদ দিয়ে, যে তোমার না কোনো উপকার করতে পারে, আর না কোনো ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমন কাজ করো, তাহলে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(১০ নং সূরা ইউনুস ১০৬)

সূরা ফাতেরের ১৩ এবং ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৮৯) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ

অর্থাৎ– আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো তারাতো খেজুরের বিচির উপরের পাতলা অংশটুকুরও মালিক না। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা শুনবে না। আর শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দিবে না। (৩৫ নং সূরা ফাতের ১৩-১৪)

তিরিমিযিতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

(৯০) اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ۔

অর্থাৎ– যখন কিছু চাও আল্লাহর নিকট চাও। আর যখন যাহায্য চাও আল্লাহর নিকট যাহায্য চাও। (হাদীসটি সহীহ)

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: রি.সা. ১ম খন্ড: ৬২ নং হাদীস)

১২. ভাল ফলাফলের আশায় নির্বাচনের পূর্বে মাজার যিয়ারত করা বর্তমান সময়ে এটা খুব বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে যে, যে কোনো নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই কিছু কিছু মানুষ বিভিন্ন মাজার যিয়ারত করতে যান নির্বাচনে ভাল ফলাফলের আশায়। এটা সম্পূর্ণভাবে শিরক। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইমরানের ২৬ নং আয়াতে বলেছেন–

(৯১) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ

অর্থাৎ– (হে নবী) তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো (অর্থাৎ ক্ষমতা দান করো) আবার যার কাছ থেকে চাও তা ছিনিয়ে নাও। (৩ নং সূরা আল ইমরান: ২৬)

www.waytojannah.com

১৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট সন্তান কামনা করাঃ

আজকে আমাদের সমাজে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু মানুষ সন্তান কামনা করে বিভিন্ন মাযার বা পীর সাহেবের নিকট। এটাও মারাত্মক শিরক। কেননা সূরা শুরার ৪৯ নং এবং ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৯২) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ـ

অর্থাৎ– আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন। আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন। আবার যাকে চান তাকে পুত্র ও কন্যা উভয়টাই দান করেন। আবার যাকে চান তাকে বন্ধ্যা বানিয়ে রাখেন। (৪২ নং সূরা শুরা ৪৯-৫০)

১৪. বালা মুসিবত হতে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করাঃ

বালা মুসিবত হতে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সূরা আনয়ামের ১৭ নং আয়াতে বলেন–

(৯৩) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অর্থাৎ– (জেনে রাখো) আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদ দেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর তিনি যদি কোন উপকার করতে চান, তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না (অর্থাৎ– বাধা দিতে পারবেনা)। (৬ নং সূরা আনয়ামঃ ১৭)

মুসনাদে আহমদে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

(৯৪) مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল। (হাদীসটি সহীহ)

(মূল কিতাবঃ ১৭৪২২ নং হাদীস)

১৫. মানুষের ভয়ে শরীয়তের হুকুম পালন করা থেকে বিরত থাকাঃ

মানুষের ভয়ে শরীয়তের হুকুম পালন করা থেকে বিরত থাকা শিরক।

www.waytojannah.com

সূরা নিসার ৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৯৫) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً

অর্থাৎ– তুমি কি সে সব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত কর, সালাত কায়েম রাখ, যাকাত আদায় কর। অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হল তখন তাদের মধ্য হতে একদল, মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার মতো। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। (৪ নং সূরা নিসা ৭৭)

ইবনে মাজাতে এসেছে–আল্লাহ কেয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন–

(৯৬) مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَ فِيْ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ فَاِيَّاىَ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ تَخْشَي -

অন্যায় কর্ম দেখার পর তা পরিবর্তন করতে কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? বান্দা বলবে, হে প্রভু, আমি লোকদেরকে ভয় করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, এটাতো আমার হক যে, তুমি আমাকে বেশি ভয় করবে। (ইবনে মাজাহ, হাদীসটি সহীহ) (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৩য় খন্ড: ৪০০৮ নং হাদীস)

১৬. আল্লাহর মতো করে কোনো মানুষকে ভালবাসা ঃ আল্লাহর মতো করে কোনো মানুষকে ভালবাসা যেমন পীর, বুজুর্গ, আওলিয়া ইত্যাদি। এটা মারাত্মক শিরক।

সূরা বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৯৭) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ– লোকদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যেমন আল্লাহকে ভালবাসে। মূলত, যারা ঈমান এনেছে তারা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে আল্লাহকে। (২ নং সূরা বাকারা: ১৬৫)

১৭. আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্য কোনো মানুষের অন্ধভাবে আনুগত্য করাঃ

আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্য কোনো মানুষের অন্ধভাবে আনুগত্য করা। যেমন পীর, অলী, আওলিয়া, নেতা, নেত্রী ইত্যাদি।

www.waytojannah.com

সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(৯৮) اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ– তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের (পীর,পণ্ডিত, নেতা, নেত্রী) পুরোহিতদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। (৯ নং সূরা তাওবা ৩১)

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

(৯৯) لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

অর্থাৎ– স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য চলবে না।

(কিতাবুল ইমারাঃ ১৮৪ নং হাদীস)

১৮. আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন তৈরি করাঃ

শিরক আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন তৈরি করা শিরক। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে বলেছেন–

(১০০) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ -

অর্থাৎ– জেনে রাখো, সৃষ্টি যেহেতু তাঁর আইনও চলবে তাঁর, সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ অতি মহান। (৭ নং সূরা আরাফঃ ৫৪)

সূরা আনয়ামের ৬২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(১০১) أَلَا لَهُ الْحُكْمُ -

জেনে রাখো, তাঁরই জন্য একান্তভাবে সংরক্ষিত রয়েছে হুকুম তথা আইন দেয়ার অধিকার। (৬ নং সূরা আনয়ামঃ ৬২)

১৯. যাদুঃ

এটা শিরক। যাদু দুটি কারণে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমত, যাদু বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়ত, যাদু বিদ্যায় ইলমে গায়েবের দাবী করা হয়।

নাসাঈ শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

(১০২) مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا، فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ -

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি গিরা লাগিয়ে এতে ফুঁ দিল সে যাদু করল। আর যে যাদু করল সে শিরক করল। (হাদীসটি গ্রহণযোগ্য) (মূল কিতাবঃ ৪০৭৯ নং হাদীস)

এ ছাড়াও আরো কতিপয় মারাত্মক শিরক নিচে তুলে ধরা হলো–

১৯. কোনো গাছ, পাথর, স্থান, কবর ইত্যাদি দ্বারা বরকত নেয়া।

২০. অদৃশ্য বিপদ থেকে বাঁচার জন্য গায়রুল্লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

www.waytojannah.com

২১. আল্লাহর উপর ভরসা না করা, যে কোনো ব্যাপারে।

২২. গণকের কাজ করা এবং তাতে বিশ্বাস করা।

২৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নূরের তৈরি এটা বলা এবং বিশ্বাস করা।

২৪. গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা।

২৫. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা।

২৬. নবী, রাসূল, ওলী সর্বত্র হাজির হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।

এগুলো হলো শিরকে আকবর। মানে বড় শিরক, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। যার কারণে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়।

আরো কতিপয় শিরক রয়েছে তার নাম হলো শিরকে আসগর, মানে ছোট শিরক। এগুলোর দ্বারা বান্দা ইসলাম থেকে বের হয় না। তবে এগুলো কখনো কখনো বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এজন্য ছোট শিরক থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। নিম্নে কতিপয় ছোট শিরকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল–

১. রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো কর্ম।

২. কোনো কাজের দ্বারা সুনাম সুখ্যাতি অর্জন।

৩. আমলের মাধ্যমে দুনিয়া লাভ করা উদ্দেশ্য হওয়া।

৪. একথা বলা যে, আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তোমার ইচ্ছায়।

৫. 'যদি' শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা। যেমন এরূপ বলা যে, যদি এরূপ না করতাম তাহলে এরকম মুছিবতে পড়তাম না, বা আমার এরূপ ক্ষতি হত না।

৬. শহীদ মিনারে ফুল দেয়া এবং সেখানে নিরবতা পালন করা।

৭. ইত্যাদি

বিশেষ সতর্কীকরণ:-

প্রিয় পাঠক, আমার এ বইটি পড়ে একথা ভাববার কোনো সুযোগ নাই যে, তাহলে ঈমান আনার পরে আমল কম করলেও চলবে না! বরং ঈমান আনার পরে আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে মানার চেষ্টা করতে হবে।

যেমন সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(١٠٣) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً–

অর্থাৎ– হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো (মানে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে মেনে চলো)। (২ নং সূরা বাকারা ২০৮)

সূরা তাগাবুনের ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(١٠٤) فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ– তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো। (৬৪ নং সূরা তাগাবুন: ১৬)

www.waytojannah.com

তিরমিযিতে এসেছে–

(١٠٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ـ

মুয়ায (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। (হাদীসটি সহীহ)

(বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার: রি.সা. ১ম খন্ড: ৬১ নং হাদীস)

সূরা আল কারিয়ার ৬–৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

(١٠٦) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ ـ

অর্থাৎ– সেদিন যার ভালকাজের (তথা আল্লাহকে মেনে চলার) পাল্লা ভারী হবে, সে (অনন্তকাল ধরে) সুখের জীবনযাপন করবে।

(১০১ নং সূরা আল কারিয়া: ৬–৭)

সুতরাং অবশ্যই আল্লাহকে যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে।

সর্বশেষ যে কথাটা বলব সেটা হলো–আমি মূলত এ বইটিতে এ কথাটা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি যে, আল্লাহ অনেক রহমশীল। কিন্তু শিরকের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং অবশ্যই আপনাকে শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে।

অতএব সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা সকলেই শিরক থেকে বেঁচে থেকে শিরকবিহীন ঈমান ও আমল গঠন করার চেষ্টা করি এবং আমরা সকলেই জানা অজানা শিরকের জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করি। আশা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। ইনশাআল্লাহ।

শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হলে, তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে এবং শিরকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন।

-সমাপ্ত-

www.waytojannah.com